দর্শনায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে বোনের সংবাদ সম্মেলন

দর্শনায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল ও দোকানের মালামাল লুটের অভিযোগে দুই বোন সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দর্শনা কলেজপাড়ার মৃত দীন মোহাম্মদের মেয়ে মমতাজ বেগম বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, “আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমার ওপর সংঘটিত অন্যায়, নির্যাতন, সম্পত্তি দখল ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। আমি ও আমার ভাইয়েরা দক্ষিণচাদপুর মৌজার ৩৯৭ নম্বর খতিয়ানের ৫৫৮০ নম্বর দাগে অবস্থিত পৈত্রিক জমির বৈধ ওয়ারিশ। প্রায় এক বছর আগে ওয়ারিশদের সম্মতিতে সেনাক্যাম্পে একটি বৈঠকের মাধ্যমে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে জমির অবস্থান ও হিস্যা নির্ধারণ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ও আমার ভাই মিজানুর রহমান আমাদের প্রাপ্য অংশে একটি পাকা দোকান নির্মাণ করি। নির্মাণকালে কোনো পক্ষ থেকেই আপত্তি তোলা হয়নি।”

তিনি আরও বলেন, “দোকান নির্মাণ শেষ হওয়ার পর আমার আপন দুই ভাই মোঃ সাজেদুর রহমান বাবু ও মোঃ সাইফুর রহমান রোকন জোরপূর্বক দোকানের দখল নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। এ বিষয়ে আমি আদালতে মামলা দায়ের করি। পরে বিষয়টি সামাজিকভাবে মীমাংসার লক্ষ্যে দর্শনা থানায় একটি সালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমাকে অশালীন আচরণের শিকার হতে হয় এবং একপর্যায়ে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করা হয়, যা উপস্থিত লোকজন প্রতিহত করে।”

মমতাজ বেগম অভিযোগ করে বলেন, “আমি নতুন ব্যবসা শুরু করার উদ্দেশ্যে আমার দোকানে প্রায় ১০ লাখ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য মজুদ করি। কিন্তু গত ২২ মার্চ ২০২৬ তারিখ ভোরে অভিযুক্তরা আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দোকানের তালা ভেঙে সব মালামাল লুট করে নিয়ে যায় এবং দোকানে নতুন তালা লাগিয়ে দেয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ ঘটনার পেছনে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কু-পরামর্শ ও প্ররোচনা রয়েছে।”

দর্শনায় ১৪ ঘণ্টা লাইনে থেকেও পেট্রোল মেলেনি, বাইকারদের ক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পেট্রোল সংকটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। টানা ১৪ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। এতে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ভুক্তভোগী বাইকারদের অভিযোগ, শুক্রবার রাত ৮টা থেকে তারা মেসার্স দর্শনা ফিলিং স্টেশনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাম্প কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে পেট্রোল সরবরাহ শুরু হবে। সেই আশায় রাতভর অপেক্ষা করেন শতাধিক বাইকার। তবে নির্ধারিত সময় পার হয়ে সকাল ৯টা বাজলেও সরবরাহ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

শরিফুল নামের এক বাইকার বলেন, প্রায় ১৩-১৪ ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, এখনো পেট্রোল পাইনি। আমরা কি শুধু লাইনে দাঁড়িয়েই থাকব, নাকি আমাদের অন্য কোনো কাজ নেই?

আরেক বাইকার আমির হোসেন বলেন,শুক্রবার রাত থেকেই অপেক্ষা করছি। বলা হয়েছিল সকালে তেল দেওয়া হবে। এখন সকাল ৯টা, তবুও কোনো কার্যক্রম নেই। এটি চরম অব্যবস্থাপনা।

সোবাহান নামের একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। সময়মতো তেল দিতে না পারলে আগে জানানো উচিত ছিল। এই হয়রানির জন্য পাম্প কর্তৃপক্ষই দায়ী।

এদিকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষুব্ধ বাইকাররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং দ্রুত জ্বালানি সরবরাহের দাবি জানান। এতে কিছু সময়ের জন্য স্টেশন এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে।

পরে সকাল ১০টা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদর্শনের মাধ্যমে

প্রতি মোটরসাইকেলে ৩০০ টাকার জ্বালানি সরবরাহ শুরু হয়।

অভিযোগের বিষয়ে মেসার্স দর্শনা ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে পেট্রোল সরবরাহ শুরুর পরিকল্পনা ছিল। তবে শুক্রবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।

তারা আরও জানায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে এবং দ্রুত পেট্রোল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে।

স্থানীয়দের দাবি, জ্বালানি সরবরাহে এমন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা নতুন নয়। বারবার ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কার্যকর নজরদারি ও দ্রুত পদক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে না বলে মনে করছেন তারা।

ভুক্তভোগী বাইকাররা দ্রুত সমস্যার সমাধান, সঠিক তথ্য প্রদান এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দর্শনায় দুই তেল পাম্পে পেট্রোল সংকট, ভোগান্তিতে মোটরসাইকেল চালকরা

দর্শনার দুটি তেল পাম্পে পেট্রোল সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। প্রতিদিন কিছুসংখ্যক মোটরসাইকেল পেট্রোল পেলেও শত শত মোটরসাইকেল পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দর্শনা তেল পাম্পে পেট্রোল আসার খবর পাওয়া মাত্রই শত শত মোটরসাইকেল পাম্পে লাইন দেয়। পাম্প মালিকদের দাবি, ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল না পাওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

তেল পাম্প মালিকরা জানান, আগে যেখানে ডিপো থেকে সাড়ে ৪ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হতো, এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩

হাজার লিটার। ফলে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। আগে ৪ থেকে ৫ দিন পরপর পেট্রোল আনতে হতো, এখন ৩ হাজার লিটার পেট্রোল ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পেট্রোল সরবরাহের সময় পুলিশের সহায়তায় পাম্পে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছে। পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে ‘তেল নেই’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। পারকৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দোকানে ঈদের পরদিন (২১-০৩-২০২৬) ৩০০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এছাড়া আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা এলাকায় ২৮০ টাকা, সাড়াবাড়িয়া চাররাস্তার মোড়ে ২০০ টাকা এবং প্রতাপপুর এলাকায় ২৬০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কিছু অসাধু মোটরসাইকেল মালিক পাম্প থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে দোকানদারদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর সেই পেট্রোল বিভিন্ন দোকানে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, অসাধু বিক্রেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, কোথায় কোথায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে তার তথ্য দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও

শুক্রবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে আপন তিন ভাই সাদ্দাম হোসেন (৩০), শহিদুল ইসলাম (৪০) ও সিরাজুল ইসলাম (৩৫); দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুনপাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫); তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩); দর্শনা মোহাম্মদপুরের আবু বক্কারের ছেলে মনির (২৪); বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরি গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০); এবং আজমপুর গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে সুজন (২২)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিল। তাদের শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় পৃথক ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত

দর্শনায় পৃথক পৃথক ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়েছে। এ দিবসটির শ্রদ্ধার সাথে স্বরন করতে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট ও ব্রাইটের নেতৃত্বে, রাত ১২টা ১ মিনিটে শহীদদের স্বরনে দর্শনা কেরু সৃতি সৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সমন্বয়ক লুৎফর রহমান, সোয়েব।

অন্যদিকে, দর্শনা পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক বর্ণাঢ্য র্যালি ও শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমানের নেতৃত্বে দর্শনা পুরাতন বাজার বিএনপির দলীয় কার্যলয় থেকে বর্ণাঢ্য র্যালিটি দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর

দর্শনায় অনির্বাণ থিয়েটারের মোমবাতি প্রজ্জলন

দর্শনা অনির্বাণ থিয়েটার এর উদ্যাগে মোমবাতি প্রজ্জলনের মাধ্যমে কাল রাত্রী উদযাপন করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় দর্শনা কলেজ চত্বরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রয়াত শহিদদের প্রতি শ্রোদ্ধা নিবেদন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন, মোমবাতি প্রজ্জলন ও দেশের গানের সাথে ২৫ মার্চ পাক-হানাদার বাহিনির নির্মম গণহত্যায় নিহত শহিদদের স্বরণ করা হয়। এ সময় শহিদদের স্বরণ করে বক্তব্য রাখেন দর্শনা অনির্বান থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অনির্বাণ অর্থ সম্পাদক কবিরুল হক লিপু, নির্বাহী সদস্য আওয়াল হোসেন, মোস্তাক আহম্মেদ মনা, সাজ্জাদ হোসেন, মাহবুবুর রহমান মুকুল, প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহ, স্বপ্না খাতুন, আজাদুল ইসলাম মিলন। এ ছাড়া আরো উপস্থিতি ছিলেন ববি,সাকিল,মেহেদী, খায়রুল ইসলাম, কাওছার আলী, প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাজ্জাদ হোসেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতির ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।শনিবার ইফতার মাহফিল শেষে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

ইকরামুল হক পিপুল জানান, প্রয়াত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীর ছেলে টুটুল শাহ তাকে গালিগালাজ ও বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন।

এ সময় তিনি বলেন, ‘ওসি-এসপি আমার পকেটে থাকে’ বলেও হুমকি দেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শ্যামপুর গ্রামের শিলনের ছেলে ইমনকে (১৫) এসির তার চুরির অভিযোগে টুটুল শাহ দর্শনা থানায় নিয়ে যান। তবে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ না থাকায় পুলিশ সামাজিকভাবে মুচলেকা নিয়ে তাকে তার দাদা ফয়েজ উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করে। একই সঙ্গে তাকে দর্শনা ছেড়ে তার মামার বাড়ি ফরিদপুরে চলে যাওয়ার শর্ত দেওয়া হয়। এ সময় ইকরামুল হক পিপুল উপস্থিত ছিলেন।

পরে এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে টুটুল শাহ ও তার চাচাতো ভাইরা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ করা হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মৌখিক অভিযোগ করা হয়েছে। পরে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হবে বলে জানান ইকরামুল হক পিপুল ও প্রেসক্লাবের সদস্যরা।

প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, চঞ্চল হেমমুদ, ওয়াসিম রয়েল, সাংবাদিক রাজিব মল্লিক, ইমতিয়াজ রয়েল, হাসমত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, কামরুজ্জামান যুদ্ধ, রিফাত রহমান, শ্রী সুকমল বাঁধন, সাব্বির আলিম, ফারাদ হোসেন ও আব্দুল হান্নান।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান জানান, ইমনকে থানায় আনা হলেও তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইকরামুল হক পিপুলের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয়ে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ইমনের দাদা ফয়েজ উদ্দিন তাকে থানায় দিলে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে গতকাল শনিবার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, চঞ্চল হেমমুদ, ওয়াসিম রয়েল, সাংবাদিক রাজিব মল্লিক, ইমতিয়াজ রয়েল, হাসমত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, কামরুজ্জামান যুদ্ধ, রিফাত রহমান, শ্রী সুকমল বাঁধন, সাব্বির আলিম, ফারাদ হোসেন ও আব্দুল হান্নান।

দর্শনায় ভিজিএফ চাল বিতরণে রাজনৈতিক টানাপোড়েন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভায় ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমকে ঘিরে রাজনৈতিক মতানৈক্য, তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে তীব্র সমালোচনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ ও প্রভাব বিস্তারের কারণে প্রকৃত দরিদ্রদের অনেকেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। ফলে চাল না পেয়ে বহু অসহায় মানুষ হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের মোট ৩ হাজার ৮৫ জন উপকারভোগীর জন্য কার্ডপ্রতি ১০ কেজি হারে মোট ৩০ হাজার ৮৫০ কেজি ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত পৌরসভার ৩, ৪, ৫ ও ৭

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট বলেন, “পৌর কর্তৃপক্ষের আহ্বানে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য দুইজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের মাধ্যমেই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিছু তালিকা জমা পড়েছে, বাকিগুলোও দ্রুত জমা দেওয়া হবে। তবে কোনো সচ্ছল ব্যক্তি যদি ভিজিএফের চাল পেয়ে থাকেন, তাহলে তা ঠিক হয়নি।”

অন্যদিকে দর্শনা পৌর জামায়াতের আমীর শাইকুল ইসলাম অপু বলেন, “আমাদের দলের কেউ স্বজনপ্রীতি বা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত নন। আমাদের প্রতিনিধিরা প্রকৃত প্রাপকদের নামই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।”

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দর্শনা পৌর প্রশাসক শাহিন আলম বলেন, “সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্বের তালিকা থেকেও কিছু নাম নেওয়া হয়েছে। কোনো অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, একটি ওয়ার্ডে অনেক দরিদ্র মানুষ থাকলেও সবাইকে কার্ড দেওয়া সম্ভব নয়। সরকার যে পরিমাণ কার্ড বরাদ্দ দিয়েছে, সে অনুযায়ী তালিকা করা হয়েছে। তবে কোনো অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে তা খতিয়ে দেখা হবে।

দর্শনায় ভিজিএফের চাল থেকে বঞ্চিত দরিদ্ররা, কাদতে কাদতে ফিরলেন বৃদ্ধ-বিধবারা

দর্শনা পৌরসভার ভিজিএফের চাল বিতরণে তালিকা জটিলতা, অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে পৌরসভার ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকৃত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও অসহায় অনেক মানুষ চাল না পেয়ে কাদতে কাদতে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে অভিযোগ রয়েছে, কিছু সচ্ছল ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীও

আলম জানান, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে চাল পৌঁছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে পৌর কর্মচারী দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে কিছু ওয়ার্ডের তালিকা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ফলে পুরো চাল বিতরণ শেষ করতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে।

প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায়দের দাবি, তালিকা পুনরায় যাচাই করে যারা সত্যিকারের প্রাপ্য, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ভিজিএফের চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হোক। অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের বৈষম্য ও অভিযোগ থাকবে।